সমকাল

তারিখ ... 21 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ৩ ...

অভুক্ত শিক্ষক ও জাতীয় উন্নতি

শিক্ষা | আমিরুল আলম খান

শিক্ষাবিদ

গত কয়েক বছরে আমাদের জাতীয় বাজেট ফুলেফেঁপে উঠেছে। এবারের বাজেট প্রায় সাড়ে তিন লাখ কোটি টাকার। কিন্তু সেখানে শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির জন্য কোনো অর্থই বরাদ্দ রাখা হয়নি। এর চেয়ে বড় অবিচার আর কিছুই হতে পারে না। গত কয়েক বছরে আমাদের বাজেট আকারে যত বেড়েছে, শিক্ষায় বরাদ্দের হার তত কমেছে। আন্তর্জাতিক মানে জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ বা জাতীয় বাজেটের ২০ শতাংশ বরাদ্দ শিক্ষা খাতে দেওয়ার কথা। কিন্তু বাংলাদেশে তার অর্ধেকও দেওয়া হয় না। তার চেয়ে বড় কথা, এই বরাদ্দের সিংহভাগ ব্যয় হয় ধনিক শ্রেণির সন্তানদের জন্য! এবারও তার অন্যথা হয়নি।

সরকারের গলায় জোর আছে, বলতে হবে। তারা এমপিওহীন শিক্ষকদের প্রতি সামান্য সহানুভূতি দেখাতেও নারাজ। খাজাঞ্চি-কর্তা শিক্ষকদের এমপিও দিতে নারাজ। কেন শিক্ষকরা বেতন পাবেন না– তিনি তার জবাব দিতেও নারাজ।

মানুষের বঞ্চনার কথা লিখে প্রকাশ করার চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কিছু হয় না। বিশেষ করে যখন শিক্ষকদের বঞ্চনার কথা লিখতে বসি, আমার প্রাণ এতটাই চঞ্চল হয়ে ওঠে যে, ভাষা হারিয়ে ফেলি।

সমাজ চিরকাল শিক্ষকদের সম্মান জানিয়ে আসছে। প্রাচীন ভারতে তো বটেই, শিক্ষকের অমর্যাদা কোনো যুগে কোনো দেশে হয়েছে বলে অন্তত আমার জানা নেই। তবে সেই অজ্ঞতার অবসান হলো নিজেরই স্বাধীন দেশে প্রায় দেড় লাখ শিক্ষক বছরের পর বছর বেতন না পেয়ে যে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছেন দেখে। তার চেয়েও লজ্জা পাই যখন এসব বেতন না-পাওয়া শিক্ষক সম্পর্কে সরকারের উঁচু পদে থাকা মানুষের অবজ্ঞাপূর্ণ কথা শুনি; পুলিশের বেপরোয়া লাঠিবাজি দেখি।

এমপিওর দাবিতে শিক্ষকরা আন্দোলন করেই চলেছেন; কিন্তু কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙে না কিছুতেই। মাত্র সেদিন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অবস্থানকারী বেতন না-পাওয়া এক আইসিটি শিক্ষক বেপরোয়া বাসের চাকায় পিষ্ট হয়েছেন। তাতে শিক্ষকরা প্রতিবাদী হয়ে উঠলে জলকামান দিয়ে তাদের স্থান ত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, শ্রমের বিনিময়ে মজুরি চাওয়া এ দেশে এতই গুরুতর অপরাধ যে, বছরের পর বছর সরকারের মন্ত্রীরা কেউই তাদের দাবির ন্যায্যতা পর্যন্ত স্বীকার করেন না। সরকারের নির্দেশে পুলিশ জলকামান দিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে, লাঠিপেটা করে, টিয়ার গ্যাস ছোড়ে। এমনকি চোখে ঝালের গুঁড়া ছিটিয়ে অন্ধ করে দিতেও তাদের লজ্জা নেই। পুলিশের এমন বেপরোয়া আচরণের জন্য আজ পর্যন্ত কাউকে জবাবদিহি করতে হয়নি; বরং খবর নিলে হয়তো জানা যাবে, এই বাহাদুরির জন্য তাদের প্রাইজ পোস্টিং জুটেছে; হয়তো মিলেছে বিদেশে প্রমোদ ভ্রমণের সুযোগ। এমনকি প্রমোশন পাওয়াও বিচিত্র নয়। অর্থাৎ শিক্ষককে অপমান করলে সবার জ্ঞাতে ওঠার পথ খোলে!

যতদূর জানি, শুধু প্রাতিষ্ঠানিক এমপিও না দেওয়ায় দেশে প্রায় সোয়া লাখ শিক্ষক বছরের পর বছর বেতন পান না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আইসিটি শিক্ষক। সব মিলিয়ে দেশে অন্তত দেড় লাখ শিক্ষক বেতন না পেয়েও এ পেশায় যুক্ত আছেন। কত বছর ধরে চলছে এ অবস্থা? খবর বলছে, এদের প্রায় অর্ধেক; অর্থাৎ প্রায় পৌনে এক লাখ শিক্ষক অন্তত ১৫ থেকে ২০ বছর পর্যন্ত এই দাস-জীবনযাপন করছেন।

> এমপিওর দাবিতে শিক্ষকরা আন্দোলন করেই চলেছেন; কিন্তু কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙে না কিছুতেই। মাত্র সেদিন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অবস্থানকারী বেতন না-পাওয়া এক আইসিটি শিক্ষক বেপরোয়া বাসের চাকায় পিষ্ট হয়েছেন। তাতে শিক্ষকরা প্রতিবাদী হয়ে উঠলে জলকামান দিয়ে তাদের স্থান ত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, শ্রমের বিনিময়ে মজুরি চাওয়া এ দেশে এতই গুরুতর অপরাধ যে, বছরের পর বছর সরকারের মন্ত্রীরা কেউই তাদের দাবির ন্যায্যতা পর্যন্ত স্বীকার করেন না। সরকারের নির্দেশে পুলিশ জলকামান দিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে, লাঠিপেটা করে, টিয়ার গ্যাস ছোড়ে। এমনকি চোখে ঝালের গুঁড়া ছিটিয়ে অন্ধ করে দিতেও তাদের লজ্জা নেই

প্রাচীনকালে সমাজে দাসপ্রথা চালু ছিল। মহামতি অ্যারিস্টটল মনে করতেন, দাস ব্যবস্থা সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা। আমাদের কর্তারাও নিশ্চয় ভাবেন, শিক্ষকের খাবার-দাবার-চিকিৎসার দরকার হয় না। সেকালে দাসদের কোনো নাগরিক অধিকার ছিল না। তবে আমাদের শিক্ষকরা নিশ্চয় সেদিক দিয়ে ভাগ্যবান। স্বাধীন বাংলায় তাদের ভোটার বানিয়ে সরকার অন্তত তাদের নাগরিকের মর্যাদা দিয়েছে। সেটাই-বা কম কিসে? ভোটের রাজনীতিতে তাদের মূল্য আছে তাহলে?

সেকালে মনিব স্বীয় স্বার্থেই তাকে অন্তত অতটুকু খাবার আর কাপড় দিত, যাতে সে বেঁচে থেকে শ্রম দিয়ে মনিবকে সাহায্য করতে পারে। আমাদের দেশেও গত শতকের শেষ নাগাদ 'মাইনদার'প্রথা চালু ছিল। তাদের কোনো অক্ষরজ্ঞান ছিল না। ছিল শুধু গতর খাটার সামর্থ্য। সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় তারা 'বন্ডেড লেবার'। এর অর্থ হলো, মনিবের সব হুকুম সে বিনা ওজরে তামিল করবে, এমনকি মনিবের স্বার্থে মারামারি, খুনখারাবি পর্যন্ত। বিনিময়ে সে পাবে বেঁচে থাকার মতো দু'মুঠো খাবার, প্রায় ক্ষেত্রেই উচ্ছিষ্ট, বাসি-পান্তা নামে সানকিতে পানির মধ্যে সামান্য দুটি ভাত, দুটি কাঁচামরিচ, একটু নুন। আর বরাত ভালো হলে ছোট এক টুকরো পিঁয়াজ। কাপড় বলতে লুঙ্গি, গামছা, শীতের জন্য একটা সুতির হালকা চাদর। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকার জন্য একটু জায়গা। সাধারণ সর্দি-কাশির জন্য ওষুধপত্র দৈবাৎ কপালে জুটত। তবে কবিরাজি বা হোমিও চিকিৎসার কিছু সুযোগ তারা পেত। ভাগ্যবান কেউ কেউ সামান্য কিছু টাকাও পেত। তবে হ্যাঁ, মনিব তাদের সন্তানের বিয়েতে সামান্য কিছু সাহায্য করত।

আমাদের এমপিওবিহীন শিক্ষকদের অবস্থা এর চেয়ে লক্ষ কোটি গুণ খারাপ। অনেক পয়সা খরচা করে, অনেক পরিশ্রম করে তারা অন্তত গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন, মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন, এনটিআরসিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, চাকরির নির্বাচনী পরীক্ষায় পাস করতে নিদেনপক্ষে লাখপাঁচেক টাকা কর্তাদের পকেটে 'ডোনেশন' দিতে বাধ্য হয়েছেন, দলের হয়ে হক-না-হক কাজ করেছেন। তবেই তারা এই সোনার হরিণ মাস্টারি জোগাড় করতে পেরেছেন!

তাদের নিয়মিত স্কুলে যেতে হয়, ক্লাস নিতে হয়, পরীক্ষা নিতে হয়, ছাত্রদের খাতা দেখতে হয়, পরীক্ষার ফল সময়মতো প্রকাশ করতে হয়। কমিটির ফাই-ফরমাশ খাটতে হয়। এর সঙ্গে রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি না করলে লাঞ্ছিত হতে হয় পদে পদে। তাদের শ্রমে জেএসসি/জেডিসি, এসএসসি/দাখিল, এইচএসসি/আলিম, স্নাতক/ফাজিল পরীক্ষায় সাফল্যের তুবড়ি ছোটে। সরকার বাহবা পায়। মেলে দেশি-বিদেশি প্রশংসাও। কিন্তু এই দেড় লাখ শিক্ষক 'মাইনদার'-এর মতো এক মুঠো ভাত, পরনের কাপড়, থাকার এতটুকু জায়গা বা অসুখে এক ফোঁটা ওষুধ পর্যন্ত পায় না। যারা তাকে খাটায়, তাদের ইমানদারিতে এই সামান্য মানবিক সহায়তাটুকু দেওয়ার ইচ্ছাটুকু পর্যন্ত নেই!

দুনিয়ার ইতিহাসে যত প্রকার দাস ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে; বাংলাদেশে শিক্ষক নামক দাস ব্যবস্থা তার নিকৃষ্টতম নজির।

এমনিতেই বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ তাবৎ দুনিয়ায় প্রায় সব দেশ থেকে কম। গত কয়েক বছরে শিক্ষায় বরাদ্দ না বেড়ে বরং কমেছে। কমতে কমতে গত বছর (২০১৫-১৬) নেমে দাঁড়ায় ১.৭ ভাগে। এবার একটু বাড়িয়ে তা ২.০০ করে হয়েছে বটে। কিন্তু শুভঙ্করের ফাঁকিটাও আছে সেখানেই; সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে আইসিটির বরাদ্দও। ফলে প্রকৃত বৃদ্ধি শূন্য নয়, নেতি।

পরিকল্পনাহীন শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশকে ক্রমেই এক অদক্ষ, দুর্নীতিগ্রস্ত প্রজন্ম উপহার দিচ্ছে। অথচ বাংলাদেশ এখন এক অসীম সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে। আমাদের তারুণ্য এখন সেই সম্ভাবনার আহ্বান জানাচ্ছে, যখন আমাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করা উচিত সম্ভাবনাময় তরুণদের শিক্ষিত করে তোলা, দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করার কাজে। বাজেটে তারুণ্যে ভরপুর বাংলাদেশের উল্লেখ আছে; কিন্তু নেই তাকে জনসম্পদে পরিণত করার কোনো দিশা। মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়ে একটি জাতিকে এভাবে পঙ্গু করে রাখার দুরভিসন্ধি বুঝি বাংলাদেশেই সম্ভব!

জাতি গঠনের কঠিন দায়িত্ব রয়েছে শিক্ষকদের কাঁধে। আমরা যত দক্ষ শিক্ষক গড়ে তুলতে পারব, তত বেশি দক্ষ জনসম্পদ তৈরি করতে পারব। কিন্তু শিক্ষকদের মজুরি না দিয়ে, সম্মান না দিয়ে আমরা কোনো লক্ষ্যই অর্জন করতে পারব না।

সরকারের উচিত, যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে সরকারের স্বীকৃতি পেয়েছে সেগুলো অবিলম্বে এমপিওভুক্ত করা। এ জন্য যে অর্থ প্রয়োজন, তা বরাদ্দ করা। আমরা জানি, সরকারের হাতে সে অর্থ আছে। নেই শুধু সদিচ্ছা আর সঠিক পরিকল্পনা।

শিক্ষককে অভুক্ত রেখে কোনো জাতি কখনোই টেকসই উন্নতি আশা করতে পারে না।